...এবং এক কাপ চা

...এবং এক কাপ চা

তানভীর হোসেন

KOBI PROKASHANI

...এবং এক কাপ চা
তানভীর হোসেন

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
রাসেল আহমেদ রনি ও লেখক

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৩০০ টাকা

...Ebong Ek Cup Cha by Tanvir Hossain Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
First Edition: February 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 300 Taka RS: 300 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99903-8-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আমার পিতা-মাতা, স্ত্রী কন্যা
ও বোনদের উৎসর্গ করলাম।

এছাড়াও আমার ভালোবাসার সব
মানুষদের জন্যও...

সূচিপত্র

তোমার ঠোঁটের মিষ্টি হাসি ও মাখন দেয়া এক কাপ চা	৯
তোমার একটি হাসির জন্য	১০
দ্রোহের কবিতা	১১
ফ্রেঞ্চ ভালোবাসা	১৩
আমি হয়তো প্রেমিক নই	১৪
এখনও শেষ হয়নি গল্পটা	১৬
ভালোবাসার রং লাল নয় কেন	১৯
আবার যদি দেখা হয়!	২১
তুমি ভাবলে! এভাবেও আমাকে ভোলা যায়!	২২
হৃদয়ের রক্তক্ষরণ!	২৩
গল্প-সিনেমার অন্ত্যমিল কোথায়!	২৪
তিরিশ বছর পর আবার দেখা!	২৫
তোমাকে আবিষ্কার করেছিলাম যেদিন	২৬
অর্ফিয়ুসের মতোই আমার ভাগ্য	২৮
তোমার আমার অন্ত্যমিল	২৯
তোমার পুষ্পিত স্মৃতি সোনার চেয়েও দামি	৩০
মহাকালের ইতিহাস	৩১
ইনসমনিয়া	৩৪
মনে পড়ল যখন তোমায়	৩৬
যে রাস্তায় যাইনি কখনো	৩৭
তোমার চোখে আমায় দেখি	৩৮
তুমি আর আমি	৩৯
তোমায় কেন ভালোবাসলাম	৪০
সলিল সমাধি	৪১
শুধু তোমাকে চাই	৪২
তন্ময় হয়ে রই	৪৩
স্বপ্ন-বাসর	৪৪
আমার পৃথিবী	৪৬

ভালোবাসার রঙিন ফানুস ৪৭
আবার দেখা হলে ৪৮
তুমি নেই বলে ৪৯
হঠাৎ যদি উঠল কথা ৫০
না বলা কথা ৫১
তোমার চোখের মণিকোঠায় ৫২
তুমি আছো বলেই সখি ৫৩
গ্রামের ওঝা ৫৪
এই বৃষ্টি ভেজা রাতে ৫৫
ত্রিশঙ্কু এবং একটি সিগারেট ৫৬
বড্ড সেকেলে ৫৭
মন-চোর ৫৮
হৃদয়ের অন্ধ গলিতে তোমায় খুঁজি ৫৯
তোমায় আমি দেখেছিলাম সাঁঝের বেলায় কুপিবাতির আলোয় ৬০
তোমার সাথে প্রথম দেখা ভার্সিটির করিডরে ৬১
তোমার সাথে শেষ দেখা সেই আটাশ বছর আগে ৬২
স্মৃতির পাতা থেকে ৬৩
প্রেম আছে বলেই ৬৪

তোমার ঠোঁটের মিষ্টি হাসি ও মাখন দেয়া এক কাপ চা

তুমি জানতে চাইলে আমি চা খেতে চাই কি না?
ঘড়ির কাঁটায় তখন পড়ন্ত বেলা।
দুর্দান্ত একটা যুবতী দিন, হঠাৎ করেই
রজঃক্লান্ত নারীর মতোই ধুঁকছে।
আমি খুব আস্তে বললাম মাখন দেওয়া
এক কাপ চা হলে খুব ভালো হতো।
তুমি তাকালে শ্যেন দৃষ্টিতে,
আমি ভাবলাম তুমি হয়তো বুঝোনি
আবার বললাম মাখন দেওয়া এক কাপ চা!!
তুমি হঠাৎই মিষ্টি হেসে বললে আনছি।
আমাকে খারাপ ভেবো না প্লিজ।
আমাকে নষ্ট করেছ তো তুমিই।
তোমার ঐ ডাগর ডাগর ঠোঁটের
আগায় মাখন মাখিয়ে বলতে
এবার বলো তো কোনটা বেশি সুস্বাদু।
আমি না আমার চায়ের জাদু?
অনেক বছর আগের কথা, স্মৃতি প্রায় নিষ্ক্রিয়
কিন্তু আমার মনে আছে
তোমার ঠোঁটের জাদুর কাছে
মাখন চা নস্যি, কারণ...
তুমি ছিলে আমারই, সাদামাটা দস্যি।

তোমার একটি হাসির জন্য

তোমার সিরিয়াস মুখে কখনো হাসি দেখিনি,
সেটা ছিল প্রায় চন্দ্রগ্রহণেরই নামান্তর।
তার পরেও তো চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ হয়।
তুমিও হেসেছিলে কোনো এক আগন্তুককে দেখে
আমি ছিলাম টিএসসির মোড়ে।
ঘটনাটি শুনলাম এক মিউচুয়াল ফ্রেন্ডের সৌজন্যে
শুনেই আমার রাডার হয়ে গেল খাড়া
আমি সদলবলে প্রবেশ করলাম বাস্তব জীবনের
রঙ্গমঞ্চে এবং দেখলাম সেই দৃশ্য।
যদি আমায় বলো যে কী ছিল সে দৃশ্যে?
আমি বলব মনে রাখার মতো কিছুই নয়।
আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর সাথে দৃষ্টি বিনিময়!!
এটা তোমার রুচির বিপর্যয় বড়জোর।
আমার আর ভালো লাগছিল না।
মুহূর্তেই করলাম প্রস্থান।
অনেকদিন পর শুনেছিলাম,
তুমিই সেই দৃশ্যের অবতারণা করেছিলে
আমার মনের অবস্থা বোঝার জন্য
ভেবেছিলে খুঁজব তোমায় হয়ে হন্যে।
না সেরকম আলগা-রোমান্টিক নই।
তবে সেদিন হাসিটা আমাকে দিলে
আজ আটাশ বছর পর মনে হয়
আমাদের গল্পটা একটু আলাদা হতে পারত।

দ্রোহের কবিতা

লিখতে বসেছিলাম একটি দ্রোহের কবিতা
নিজেকেই প্রশ্ন করলাম দ্রোহ কী?
যৌবনে যুদ্ধে গিয়েছিলাম, যুদ্ধ করতে
আমি জানি দ্রোহের আগুন
কাকে বলে!
দ্রোহ এমন একটি আগুন।
যে আগুনে পুড়ে ছাই
সব এলাকা, জনপদ, পাহাড়,
আমি জানি দ্রোহ কাকে বলে!
কিন্তু আমার মনের আগুন হঠাৎই
প্রশমিত হলো, যখন মনের ক্যানভাসে
ভেসে উঠল তোমার বিজ্ঞ চেহারাটা
হ্যাঁ মশাই! ঠিকই শুনেছেন।
আমার উনি ছিলেন একজন
বিজ্ঞ শিক্ষিকার মতনই
গুরুগম্ভীর। তাও আমাকে দেখলে
নেচে উঠত ঠোঁট দুটি
খুব কোমলভাবে, যেন নরম দূর্বাঘাস
আরে! এ কি বললাম ঠোঁট যেন দূর্বাঘাস!
না না তোমার মসৃণ লিপজেল
মাখা ঠোঁট ছিল আমার
জন্য স্নাইপারনেস্ট।
তোমার ঠোঁটের মৃদু হেলনে
আমার হৃদয়ে কিলিমান জারোর
আগ্নেয়গিরির লাভার
অগ্ন্যুৎপাত চলত অবিরত
আবার তোমার ঠোঁটের আলতো
ছোঁয়ায় ফিরে পেতাম প্রাণ

আর ভালোবাসতাম তোমার শরীরের
মিষ্টি পারফিউমের ঘ্রাণ
আহ! কী ছিল সেইসব দিন
মনের মাঝে এখন এই
আটাশ বছর পর, একটাই কথা
মনে হয়...
আমাদের গেছে যে দিন
একেবারেই কি গেছে?
ফিরবে না আর কোনো দিন?

ফ্রেঞ্চ ভালোবাসা

তোমার সাথে দেখা হয়েছিল
আলিয়েজ ফ্রাঁসেস-এ।
আমি ছিলাম A-1 লেভেলের পরীক্ষার্থী
আর তুমি ছিলে ইনভিজিলেটর
না মানে...আমি তোমার সরাসরি
ছাত্র ছিলাম না।
পরীক্ষার হলেই হলো দেখা,
প্রথমে ভেবেছিলাম তুমিও পরীক্ষার্থী,
পরে বুঝলাম তুমি ইনভিজিলেটর
অবশ্য বেশি বয়সে ফ্রেঞ্চ শেখায়
বয়সে তরুণী শিক্ষিকাকে দেখে
ভুল হতেই পারে।
শত হলেও তো আমি ছিলাম
শিক্ষার্থী আর তুমি...
কী মনে করে যেন জিজ্ঞেস করলে
আপনি কোন লেভেলের!
আমি ভাবলাম আমার অভিজ্ঞতা
বিষয়ে জানতে চাইছ
তাই বললাম অ্যাডভান্স লেভেলের
তুমি সন্ধিহান হয়ে বললে
আপনি ভুল হলে বসেননি তো?
সংবিৎ ফিরে পেয়ে বললাম
Perdon Madam, আমি A-1 লেভেলের
ভুলটা স্বীকার করলাম পাছে

তুমি হল থেকে বের করে দিলে
তোমায় আর দেখতে না পাই!
পরীক্ষা হলো শুরু, আর তুমি

পাহারা দিলে হয়ে অতন্দ্র প্রহরী।
মাঝে মাঝে হলো চোখাচোখি।
তুমি হয়তো জানতে চাইলে
চোখের ভাষায়
প্রশ্নটা বেশি কঠিন না তো?
আমি বলতে চাইলাম প্রশ্নগুলো
কঠিন নয় ঠিকই
কিন্তু তোমাকে না দেখাই হবে কঠিন।
পরীক্ষা শেষে সবাই চলে গেল হল ছেড়ে।
ইনভিজিলেটর খাতা গোছাচ্ছে
আর আমি চেয়ে রইলাম আনমনে।

আমি হয়তো প্রেমিক নই

আমি হয়তো প্রেমিক না,
যদি সত্যই প্রেমিক হতাম,
তাহলে তো তোমাকেই বলতাম
যেয়ো না,
যেয়ো নাকো ছেড়ে আমায়
স্মৃতির কাতরতায়, করে দিয়ে অসহায়
আর নীল বেদনায়।
আমি হয়তো মানুষ না,
মানুষ হলে তো আমার অনুভূতি থাকত,
কিন্তু আমি যে অনুভূতিহীন।
মেঘবালিকা তুমিও কি বসে ভাবছ আমায়?
আমি হয়তো প্রেমিকই না,
তবুও তো প্রেমেই খুঁজে পাই শান্তি,
আহা কি অনাবিল শান্তি...
আর প্রেমেই প্রশান্তি
আমাদের প্রেম কি রয়েই যাবে অধরা?
কেননা তুমি, আমি, আমরা
কেউই প্রেমিক ছিলাম না।

এখনও শেষ হয়নি গল্পটা

আজ এত বছর পরেও
হঠাৎ যখন বেজে উঠল মোবাইল ফোনটা
ঝনঝনিয়ে উঠল বেজে তোমার রিং টোনটা
মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললাম
এই সময়ে আবার কে
আমাকে তো মনে রাখেনি আপন জনই
তা এই সময় হঠাৎ করে কার মনে পড়ল
এই অভাগার কথা!

কিন্তু তিরিশ বছর আগের কথা হলেও
তোমার সিম্ফনিটা এ্যাসাইন
করিনি অন্য কারোর জন্য।
প্রথমেই নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না,
আচ্ছা, বল তো? এও কি সম্ভব?
তিরিশ বছর পর, তবুও হঠাৎই
বয়সটা গেলাম ভুলে,
মনে হলো, আঠারো বছরের সেই আমি
মাত্র সবে এই তো সেদিন
তোমার সাথে প্রথম দেখা ঢাকা ভার্সিটির মলে,
নাকি অন্য কোনো কোলাহলে?

স্মৃতিটা অস্পষ্ট, তাও মনে পড়ল কিছুটা
কারণ তোমার স্মৃতি আমার মনে
করেছিল জলকম্প
নিজেকে ভাবতাম কঠিন পর্বতসম।
বুকটা পাষাণ পাথর
তুমি দেখালে আমায়,
আমি কতটা ভালোবাসার কাঙাল